ত্রিপুরা সরকার
তথ্য ও সংস্কৃতি অধিকার
****

স-১৬৫৭
আগরতলা, ১১ আগষ্ট,২০১৭

বন্যা পরিস্থিতি পর্যালোচনা করলেন মুখ্যমন্ত্রী

আজ সকাল থেকে ক্রমাগত বৃষ্টিপাতের ফলে রাজ্যের বিভিন্ন জায়গা জলমগ্ন হয়ে বন্যা পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়। এর ফলে বিশেষ করে পশ্চিম ত্রিপুরা, সিপাহীজলা এবং খোয়াই জেলার বেশ কিছু অংশ জলমগ্ন হয়ে পড়ে। রাজস্ব দপ্তর থেকে পাওয়া সর্বশেষ তথ্য অনুযায়ী জানা যায় বন্যা পরিস্থিতির ফলে মোট ১২৮৪টি পরিবার ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। রাজ্য সরকার ইতিমধ্যে ৩১টি ত্রাণ শিবির খুলেছে। জেলা প্রশাসনগুলির পক্ষ থেকে প্রয়োজনীয় ত্রাণ এবং উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।

মুখ্যমন্ত্রী মানিক সরকার বন্যা পরিস্থিতির পর্যালোচনা করেন এবং দ্রুত ত্রাণ সহ প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের নির্দেশ দেন। সমস্ত জেলাশাসকগণ প্রতিনিয়ত পরিস্থিতির পর্যবেক্ষণ করছেন। বন্যাকবলিত এলাকাগুলোতে সংশ্লিষ্ট জেলা ও মহকুমা প্রশাসনের পক্ষ থেকে বন্যাদুর্গতদের ত্রাণের ব্যবস্থা করা হয়েছে এবং ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ নিরূপণ করার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। বন্যাকবলিত জেলাগুলোতে ত্রাণের ব্যবস্থা করতে রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে প্রয়োজনীয় অর্থ বরাদ্দ করা হয়েছে। এছাড়াও রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে বন্যাদুর্গত জনগণের সহায়তা দানে প্রয়োজনীয় সব ধরনের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।

এদিকে আজ সদর মহকুমার বিভিন্ন ত্রাণ শিবিরগুলো ঘুরে এসে মহাকরণে সাংবাদিকদের কাছে রাজস্ব মন্ত্রী বাদল চৌধুরী জানিয়েছেন, প্রবল বৃষ্টিপাতের ফলে পশ্চিম জেলাতেই সবচেয়ে বেশি জলপ্লাবন দেখা দিয়েছে। এর ফলে আগরতলা শহরের অধিকাংশ এলাকা জলমগ্ন হয়ে পড়ে। আগরতলা শহরের শ্রীলঙ্কাবস্তি, বলদাখাল, প্রতাপগড়, ঋষি কলোনী, কালিকাপুর, যোগেন্দ্রনগর, পান্ডবপুর জলপ্লাবিত হয়। পশ্চিম জেলায় বন্যাদুর্গত মানুষের ত্রাণে ২৬টি ত্রাণ শিবির খোলা হয়েছে যার মধ্যে সদর মহকুমায় খোলা হয়েছে ১৭টি, জিরানিয়ায় ৬টি এবং মোহনপুরে ৩টি। পশ্চিম জেলায় ২৬টি শিবিরে মোট ৯৩৬টি পরিবার আশ্রয় নিয়েছে। এর মধ্যে সদরের ১৭টিতে আছে ৬৮১টি পরিবার। জিরানিয়ার ৬টি শিবিরে আছে ২৫২টি পরিবার এবং মোহনপুরের ৩টি ত্রাণ শিবিরে রয়েছে ১৩টি পরিবার। পশ্চিম জেলাশাসকের তরফে ত্রাণ কাজে ব্যবহৃত নৌকা ছাড়াও অন্যান্য মহকুমা, গকুলনগরের সেন্ট্রাল ট্রেনিং ইনস্টিটিউট থেকেও নৌকা নামানো হয়েছে। এন ডি আর এফ এবং সিভিল ডিফেন্সের স্বেচ্ছাসেবকরা উদ্ধার কাজ

২য় পাতায়